ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 296- 302
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.210

সুবোধকুমার চক্রবর্তীর ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’- এ দক্ষিণভারতের প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ: একটি পর্যালোচনা

জয়িতা সুর, *গবেষক, সোনা দেবী বিশ্ববিদ্যালয়, ঘাটশিলা, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 17.11.2025; Accepted: 23.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Subodh Kumar Chakrvarti, an eminent twentieth-century Bengali writer, was a remarkable and distinctive figure in the field of travel literature. His Rabindra Puraskar–winning twenty-four-part travel narrative *Ramyani Beekshya* stands out for its rich blend of observation, culture, and aesthetics. The title of the work is derived from a renowned verse of Kalidasa’s *Abhijnana Shakuntalam*: *“Ramyani Beekshya Madhuraamshcha Nishamya Shabdaan,”* meaning “to behold the beautiful.” In keeping with this idea, the text reflects the author’s refined experience of perceiving beauty through sight, sound, thought, and imagination. Across its twenty-four episodes, the book presents vivid descriptions of people, landscapes, and events encountered in the course of travel. Chakraborty’s sensitive nature-awareness, combined with his reflections on religion, history, society, and culture, enriches each narrative. His sharp observational skill and unique style illuminate various regional settings and their deeper significance. A notable feature of *Ramyani Beekshya* is the author’s sustained interest in Indian regional languages and literatures. As a literature-lover and a naturally inquisitive traveler, Chakraborty often introduces discussions on the linguistic and literary heritage of the places he visits. The present article focuses on four chapters of the book dealing with South Indian travels—Andhra, Tamil Nadu, Kerala, and Karnataka. It examines Chakraborty’s portrayal of the four major South Indian languages and their rich literary traditions. Through this study, the analysis highlights how *Ramyani Beekshya* not only documents travel experiences but also offers valuable insights into India’s diverse linguistic and cultural history.

Keywords: Regional language, literature, poetry, drama, fiction, literary movements, periodicals, optimism in literary practice

মানুষের চিন্তা, অনুভব ও ইচ্ছের অন্যতম প্রকাশমাধ্যম ভাষা। ভাষার অন্যতম পরিশীলিত শৈল্পিক প্রকাশরূপ সাহিত্য। শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের সাথে সাথে সাহিত্য মানব জীবনচর্যার গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছে, সাক্ষী হয়ে থেকেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের; মানবিক অনুভূতির। সেই সূত্রেই উপন্যাস রসসিক্ত ভ্রমণ কাহিনি ‘রম্যাণি বীক্ষ্য’-এর বিবিধ পর্বে ভারতবর্ষ ও তার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশের ভ্রমণপথের বিভিন্ন মুহূর্তে উঠে এসেছে সাহিত্য প্রসঙ্গ, যার একটি বড় স্থান অধিকার করে রয়েছে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যচর্চা। সচেতন, কৌতুহলী ও জীবনরসিক

লেখক সুবোধকুমার চক্রবর্তী সুনিপুণ দক্ষতায় এই বিষয়টিকে আকর্ষণীয়ভাবে 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর কাহিনি বর্ণনায় অন্তরীভূত করেছেন।

'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর কেরল পর্বে মালায়ালাম সাহিত্যের কবি উল্লুর এস. পরমেশ্বর আইয়ার কর্তৃক প্রচলিত এক মতের মাধ্যমে সাহিত্যপথের কৌতূহলী পাঠক জানতে পারে, বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষা পড়মতামিল থেকে দক্ষিণভারতের চারটি ভাষা তেলুগু, তামিল, মালায়ালাম ও কানাড়ীর উৎপত্তি হয়। 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর অন্ধ্র, তামিল, কেরল ও কর্ণাট পর্বের ভ্রমণপথে কবি আইয়ার কথিত, পড়মতামিল জাত সেই চারটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা কৌতূহলী পাঠকের সামনে বিন্দুতে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক সাহিত্যসিন্ধুর উপস্থাপনা করেছে। এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় দ্রাবিড়-ভারতীয় চারটি প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য।

তেলুগু সাহিত্য:

দক্ষিণভারতের প্রধান চারটি ভাষার মধ্যে অন্যতম তেলুগু ভাষার সাহিত্য প্রসঙ্গ উঠে এসেছে 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর অন্ধ্র পর্বে। এই পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে ওয়ালটেয়ার থেকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে ট্রেনযাত্রায়, তেলুগু সাহিত্যের সূত্রধার হয়ে কাহিনিতে প্রবেশ ঘটে কথক গোপালের ভ্রমণপথের সহপথিক তেলুগু সাহিত্যে স্নাতক, স্কুল শিক্ষক, তেলুগুভাষী রাজলুর। রাজলুর মনোজ্ঞ আলোচনায় তেলুগু সাহিত্যের অজানা অধ্যায় এবং বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তেলুগু সাহিত্যের সম্পর্ক বাঙালি পাঠকের সামনে আলোকিত হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রে জাতীয় জীবনের নবজাগরণ হয়। পাশাপাশি ঊনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে সমাজ ও সংস্কৃতির নবজাগরণ অন্ধ্রের তেলুগু সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভাব ফেলেছিল। সেই প্রভাবে তেলুগু সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কন্দুকুরি বীরেসলিঙ্গম পণ্ডুলু ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তারপর মৌলিক নাটক, উপন্যাস, আত্মজীবনী, নিবন্ধের পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে তিনি তেলুগু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। বিবর্তনের পথে শান্তিনিকেতনের ছাত্র, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে ও রবীন্দ্র ভাবনায় প্রভাবিত রায়প্রলু সুব্বারাওয়ের হাত ধরে তেলুগু সাহিত্যে রাবীন্দ্রিক ধারা সঞ্চারের মধ্য দিয়ে এই প্রাদেশিক সাহিত্যে আধুনিকতার সঞ্চার হয়।

সাহিত্যে আধুনিকতার বার্তা বহনের পথে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রে 'সাহিতি সমিতি' নামে সাহিত্যগোষ্ঠীর জন্ম হয়। কবি তাল্লাবাডুর শিবশঙ্কর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাদী তথাপি সংস্কারমুক্ত সাহিত্যিকবৃন্দ 'সাহিতি ভারতী' সহ বিবিধ সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমে তাঁদের লেখনীর প্রকাশ ঘটিয়ে আধুনিক তেলুগু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কবিসম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারয়ণ, 'উর্বশী-প্রবাসমু'র কবি দেবুলপল্লী কৃষ্ণশাস্ত্রী, পুত্তাপার্তি নারায়ণাচার্যলু, ভেঙ্কট সুব্বারাও-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কবি শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও (শ্রী শ্রী) সমসাময়িক কাব্যজগতে বিদেশী সাহিত্যের প্রভাব সঞ্চার করেন। তাঁর খ্যাতি অন্ধ্রের বাইরেও প্রসারিত হয়েছিল। কবি ভেঙ্কট সুব্বারাও সাধারণ মানুষের জন্য সহজ ভাষায় কাব্যরচনা করেছেন। রাজলুর বক্তব্য অনুযায়ী অন্ধ্রের কবিরাই পরবর্তীতে কথাসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

তেলুগু সাহিত্য সংক্রান্ত এই আলোচনায় কাব্যসাহিত্যের পাশাপাশি নাট্যসাহিত্যের কথাও উঠে এসেছে।অন্ধ্রে সাহিত্যজাগৃতির অন্যতম মাধ্যম ছিল নাটক। সূচনা পর্বে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি অবলম্বনে নাটক রচিত হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিপূর্বে মৌলিক নাটক রচনা শুরু হয়। কন্দুকুরি বীরেসলিঙ্গম পণ্ডুলুর বিবিধ সাহিত্য রচনা প্রসঙ্গে মৌলিক নাটকের কথা এসেছিল। তাঁর রচিত তেলুগু সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক 'রাজশেখর চরিত্রমু'। বাল্যবিবাহের মত জ্বলন্ত সামাজিক সমস্যা ও তার কুফলকে কেন্দ্র করে গুরজাডা আপ্পা রাও সহজ ভঙ্গিতে তেলুগু ভাষায় মৌলিক নাটক 'কন্যাশুল্কম' রচনা করেন। গুডিপাটি ভেঙ্কটচলম পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে নাটক লিখেছেন। একই অনুসঙ্গে সাহিত্যরসিক সমাজে সমাদৃত নাট্যকার এ.ভেঙ্কটেশ্বর রাওয়ের নামও আলোচিত হয়েছে।

কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের পরে সাহিত্যালোচনায় কথাসাহিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিপূর্বেই গিভুগু ভেঙ্কট রামমূর্তি পণ্ডুলু তাঁর মনোগ্রাহী গদ্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধ তেলুগুভাষার স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি দাবী করেছিলেন। সেই ধারাতেই জাতীয়তাবোধের ধারা তেলুগু সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল। প্রথম মৌলিক তেলুগু ঔপন্যাসিক চিলকমতি লক্ষ্মী নরসিংহম তাঁর উপন্যাস, নাটক ও কবিতার মধ্য দিয়ে পাঠকদের মনে

জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস 'রামচন্দ্র বিজয়ম'। একাধারে কবিসম্রাট ও তেলুগু উপন্যাসের জনক বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের উপন্যাস 'বেয়্যিপডগলু' তেলেগু সাহিত্যের অনন্য সম্পদ। এই সাহিত্যে আধুনিক উপন্যাসের স্রষ্টা উন্নব লক্ষ্মীনারায়ণের লেখনীতে সমসাময়িক সমাজ জীবনের নিরাশা ও যন্ত্রণা ফুটে উঠেছে। অন্ধ্রের 'জেমস জয়েস' বুচ্চিবাবু (শিবরাজু ভেঙ্কট সুব্বারাও)-এর কথাসাহিত্যে মানুষের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'চিভারাকু মিগিলেদি'। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের অনুবাদক হিসাবে প্রখ্যাত শিবরাম শাস্ত্রী তেলুগু কথাসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প রচয়িতা। অন্যদিকে অন্ধ্রের 'মোপাসাঁ' গুডিপাটি ভেঙ্কটচলম বিখ্যাত কাব্যিক ভাষায় গল্প লেখার জন্য। তাঁর লেখা দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল, 'ময়দানম', 'স্ত্রী'।

তেলুগু সাহিত্য আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে, অন্ধ্রের প্রগতিশীল লেখকবৃন্দের 'অভ্যুদয় রচয়িতল সঙ্ঘমু' নামক লেখক তৈরির প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাজলুর একটি মন্তব্য সর্বকালের সাহিত্যের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে ধরা দিয়েছে,

> "পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের তুষারমণ্ডিত চূড়া দেখা যায় না। তা দেখতে হলে দূরে যেতেই হবে। আজকের সাহিত্যের সঠিক সমালোচনা করবেন আগামীকালের সমালোচক।"[১]

তামিল সাহিত্য:

তামিল পর্বের ২৯ তম অধ্যায়ে তাঞ্জোর স্টেশনের রেস্তোরাঁয় কফি পানের অবকাশে চিদম্বরম আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের ছাত্র, পেশায় উকিল, তামিল সুব্রহ্মণ্য 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর কথক গোপালের সাহিত্যজিজ্ঞাসু মনের তৃষ্ণা নিবারণ করেছিলেন। সেই আলাপচারিতা সূত্রে জানা যায়, তামিল ভাষার সঠিক জন্ম সময় জানা না গেলেও দক্ষিণ ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে তামিল বর্ণমালা ও তামিল ভাষার সন্ধান পাওয়া যায়। আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কবি ভাল্লুভার রচিত পবিত্র শ্লোক কবিতা 'তিরুক্কুরল', আনুমানিক পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন সন্ন্যাসী ইলাঙ্গো আদিগালের লেখা 'সিলরা পতিকারম' ('শিলাপ্পাতিকরম'), কবি চক্রবর্তী কাম্বান রচিত 'কাম্বারামায়ণ' ('রামবতারম') ইত্যাদি পৌরাণিক যুগের তামিল ভাষার সাহিত্যিক নিদর্শন। ইউ. ভি. স্বামীনাথ আইয়ার এই সাহিত্যিক নিদর্শনগুলির আবিষ্কার ও প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আধুনিক তামিল সাহিত্যের জনক তামিলনাড়ুর জাতীয় কবি,দার্শনিক চিন্নাস্বামী সুব্রহ্মণ্য ভারতী এই সাহিত্যে আলোড়ন এনেছিলেন। দেশপ্রেমিক ভারতী, পরাধীন ভারতীয়দের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক সময়ে তাঁর আন্দোলন তামিলসাহিত্যে নবজোয়ার এনেছিল। ভগিনী নিবেদিতাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শ্রীঅরবিন্দের পন্ডিচেরিতে প্রথম পদার্পণের সময় এই দেশপ্রেমিক কবি সেখানে স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিলেন এবং শ্রীঅরবিন্দের সাথে মিলিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আয়োজনের কথা ভেবেছিলেন। ক্ষণজন্মা এই মানুষটির জন্মদিন তামিলনাড়ুর জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হয়। তাঁর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পাঞ্চালী শপথম', 'কান্নান পাট্টু', 'কুইল পাট্টু', 'বিনায়গর নানমানি মালাই' ইত্যাদি। দুঃশাসনের রক্তে বেণিবন্ধনের প্রাচীন কাহিনি অবলম্বনে রচিত 'পাঞ্চালী শপথম' তামিল সাহিত্যরসিককে আবেগাপ্লুত করে। তামিল কাব্য প্রসঙ্গে জানা যায় সংগীত, ধর্ম ও কল্পনা বিলাসের জন্য জনপ্রিয় মাদ্রাজের রাজকবি পদ্মভূষণ ভেঙ্কটরামা রামলিঙ্গম পিল্লেই-এর কথা। তাঁর লিখিত পংক্তি তামিল সাহিত্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক। তাঁর সমসাময়িক কবি দেশকবিনায়কম পিল্লেই ধ্রুপদী রুচির ভাবনায় শক্তিশালী ছিলেন। তিনি তামিল সাহিত্যের প্রথম শিশু সাহিত্যিক। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক নিদর্শন 'মালারাম মালাইয়াম', 'আসিয়া জ্যোতি' ইত্যাদি। আধুনিক যুগের অন্যান্য তামিল কবিরা হলেন ভারতী দাসন, কম্ব দাসন, কোথমঙ্গলম সুব্ব প্রমুখ।

তামিল সাহিত্যক্ষেত্রে অনুবাদ সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ পরিসর রয়েছে। বিবিধ ভাষার ধর্মগ্রন্থ, ধ্রুপদী ও আধুনিক রচনার অনুবাদে এই সাহিত্য সমৃদ্ধ। 'কাম্বারামায়ণ' বাল্মীকির মূল রামায়ণের থেকেও সাহিত্যগুণে উৎকৃষ্ট। সুব্রহ্মণ্য ভারতী পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং শ্রীমদ্ভগবতগীতার তামিল অনুবাদ করেছিলেন। কথাসাহিত্যের প্রথমদিকের লেখকদের মধ্যে 'কমলম্বল চরিত্রম'- এর লেখক রাজম আইয়ারের কথা জানা যায়। গোপালের তামিল কথাসাহিত্যপ্রীতি প্রসঙ্গে আলোচ্য পরিসরে উঠে আসে আধুনিক তামিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী 'কল্কি' ছদ্মনামে

পরিচিত শতাধিক ছোটগল্প ও উপন্যাসের স্রষ্টা সাহিত্যিক রামস্বামী কৃষ্ণমূর্তির কথা। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাব ও বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্প পাঠকের মনে নির্মল হাস্যরসের সঞ্চার করে। এছাড়া অন্যান্য কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রোমান্টিক উপন্যাস লেখক কুপ্পুস্বামী মুদালিয়র, 'গোবিন্দন' ও 'চন্দ্রকণ্ঠ'-এর মতো প্রসিদ্ধ চরিত্রস্রষ্টা জে. আর. রঙ্গরাজু, মনস্তাত্ত্বিক কথাসাহিত্যিক ও প্রথম সাহিত্যপত্রিকার (তামিল) সম্পাদিকা শ্রীমতি ভাই. মু. কোথাইনায়কি আম্মাল, নির্যাতিত জনগণের মুখপাত্র শঙ্কররাম এবং রিয়ালিজম টেকনিকে শ্রেষ্ঠ এস. ভি. ভি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বিশিষ্ট লেখকবৃন্দ ব্যতীত করুণানিধি, আন্না থুবাই, রামাইয়া, বালকৃষ্ণন, মহাদেবন প্রমুখও নিজস্ব প্রতিভার গুণে তামিল কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করে এই আলোচনায় উঠে এসেছেন।

তামিলসাহিত্য সংক্রান্ত আলোচনার অন্তিম পর্যায়ে তামিল সাহিত্যচর্চায় সাহিত্যপত্রের উল্লেখযোগ্য অবস্থানের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে আর. মহাদেবন সম্পাদিত 'আনন্দ বিকটন' ও কল্কি (কৃষ্ণমূর্তি) এবং টি. সদাশিব সম্পাদিত 'কল্কি' নামাঙ্কিত অতি জনপ্রিয় দুটি সাহিত্যপত্রের পাশাপাশি প্রায় পাঁচশত তামিল সাময়িক পত্রের কথা জানা যায়। সাথে সুব্রহ্মণ্যের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জানা যায় যে, তামিল সংবাদপত্রে কেবলমাত্র সংবাদ বা বিজ্ঞাপন নয়; প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসও প্রকাশিত হয়, যা একাধারে পাঠকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে।

মালায়ালাম সাহিত্য:

কেরল পর্বের ২৪ তম অধ্যায়ে কোট্টায়াম থেকে এর্নকুলমের পথে ট্রেনে গোপালের আলাপ হয়েছিল নারায়ণ পিল্লাইয়ের সাথে। সেই আলাপচারিতা 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এর পাঠকদের সামনে মালায়ালাম সাহিত্য বিষয়ে অনেকখানি আলোকপাত করে। মালায়ালাম সাহিত্য মূলত মণিপ্রবাল শৈলিতে অর্থাৎ সংস্কৃত ও মালায়ালামের মিশ্রণে লেখা। যদিও মূল মালায়ালাম ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের কোন যোগসূত্র ছিলনা, মূলত নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ পরিবারে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দভান্ডার মালায়ালাম ব্যাকরণের মিশ্রণে মালাবার অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে এই কাব্যসাহিত্য সংস্কৃত ভাব, ভাষা ও ছন্দে রচিত হলেও চারশত বছর ধরে মালায়ালামের নিজস্ব প্রাচীন গান পত্তুর সঙ্গে এই ধারার মিশ্রণ ঘটে ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে সাহিত্যক্ষেত্রে এই মিশ্রণ স্থায়ী হয়। চতুর্দশ শতকে রচিত 'লিলাতিলকম' নামক গ্রন্থ থেকে মণিপ্রবাল শৈলি বিষয়ে জানা যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি রামানুজন ইজহুত্তাসনের রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে সেই ভাষার সার্থক রূপ প্রথম প্রকাশ পায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। এই যুগের প্রথম কবি, মহাকবি কুমারণ আসান। তিনি একাধারে একজন দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারক ছিলেন। সমকালের সমাজ ও মানব জীবন তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তাঁর কবিতার অনুবাদে পাঠক সমৃদ্ধ হয়েছে। যেমন, মিহির সেন অনুদিত 'ঝরা ফুল' কুমারণ আসানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। এই অনুষঙ্গে আলোচিত হয়েছে 'ঝরা ফুল'-এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য,

> "পৃথিবীতে আমাদের পরিণতি ও এমনি ঝরা ফুলের মতন। ক্ষণিকের জন্য হলেও পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে হবে।...মানুষের সঙ্গে মানুষের একমাত্র সম্পর্ক হল প্রেম। প্রেমের থেকেই জন্ম হয়েছে এই পৃথিবীর। প্রেমই এর প্রেরণা, প্রেমই এর লক্ষ্য, প্রেমই জীবন।"[২]

পরবর্তী যুগে মালাবারের কবিসম্রাট ভাল্লাথোল নারায়ণ মেনন পৌরাণিক রীতিনীতি ও বিষয়বস্তুর পরিবর্তে আধুনিক সমাজের সামাজিক বৈষম্য, নির্যাতিত মানুষের মুক্তির আকুতিকে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় কবিতার মধ্যে সঞ্চারিত করে মালাবারের প্রতি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'গুরু চিত্রম'। কাব্যরচনার পাশাপাশি কেরালায় সংস্কৃতির প্রসারে সংস্কৃতিমনস্ক এই ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক এবং কথাকলি চর্চার জন্য কেরালা কলামণ্ডলম প্রতিষ্ঠা করেন। কথাকলির প্রসারে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। পরবর্তী যুগের মালয়ালী কবিদের মধ্যে ধ্রুপদী কবি উল্লুর. এস. পরমেশ্বর আইয়ার, কেশবন নাইয়ার, জি. শঙ্কর কুরুপ, কে এম পাণিক্কর এবং কৃষ্ণ পিল্লাইয়ের নাম উল্লেখ্য।

আলোচ্য অধ্যায়ে মালায়ালম সাহিত্যের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রটিও উঠে এসেছে। মালায়ালম সাহিত্যক্ষেত্রে সংস্কৃত, বাংলা ও বেশ কিছু বিদেশী ভাষার নাটকের অনুবাদ হয়েছে। কবি ভাল্লাথোল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর সংস্কৃত নাট্যকার ভাসের নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু একটা সময় পর্যন্ত মৌলিক নাটকের অভাব ছিল। কবি ভাল্লাথোলের শিষ্য কে.এম. পাণিক্কর ধ্রুপদী ও আধুনিক কাব্যরীতির মিশ্রণে এই সাহিত্যে মৌলিক নাটক রচনা শুরু করেন।

নারায়ণ পিল্লাই এবং কথক গোপালের মনোগ্রাহী আলাপচারিতায় মালায়ালাম গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রটিও পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। নাট্যচর্চার মত এই প্রাদেশিক গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রটিতেও অনুবাদ চর্চার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙালি উপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপন্যাস মালায়ালাম ভাষাতে অনুদিত হয়েছে। পরবর্তীতে টি. এন. আপ্পু, চান্দু মেনন, টি. কে. রামন, এ. এন. পড়ুভাল, রামবর্মা আপ্পন থম্পূরণ, কৃষ্ণণ আইয়ার, সি. ভি.রমন প্রমুখ ঔপন্যাসিক তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে এই সাহিত্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। কেরলের নবজাগরণের অগ্রদূত চান্দু মেননের লেখা এই সাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ইন্দুলেখা'। উপন্যাসের পাশাপাশি গদ্যসাহিত্য ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জুড়ে রয়েছে ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের অনুবাদ শুরু থেকেই মালয়ালী সাহিত্যে জনপ্রিয়। মানবতাবাদী ছোটগল্পকার পদ্মশ্রী ভাইকম মুহাম্মদ বসীরের গল্পে আছে মালাবারের মুসলমানদের কথা, ঠিক তেমনি সমাজসংস্কারক ও লেখিকা পার্বতী অন্তর্জানমের (পার্বতী নেনমেনিমঙ্গলাম) লেখায় রয়েছে অসূর্যম্পশ্যা নারীর রূপ। শ্রীমতি সরস্বতী আম্মার গল্পে নারীমুক্তির জয়গাথা। কারুর নীলকণ্ঠ পিল্লাই একজন রোমান্টিক ভাবনা প্রকাশে উজ্জ্বল ও স্বতন্ত্র লেখক। ছোটগল্প প্রসঙ্গে কথোপকথনে উঠে এসেছে 'জীবাঠ সাহিত্য গোষ্ঠী'র কথা। এই গোষ্ঠীর তরুণ লেখকবৃন্দ সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকে পরিবর্তন আনতে চাইলেও তাঁদের লেখায় কখনো কখনো ঐতিহ্যের মর্যাদার পরিবর্তে শ্রেণিবিদ্বেষ, মনোবিচারের ক্ষেত্রে মনোবিকার এবং আরো কিছু উচ্ছৃংখলতা দেখা দেওয়ায় সাহিত্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে তাঁদের কারো কারো দৃষ্টিভঙ্গি ও যুগচেতনা সাহিত্যের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করার আশা তৈরি করে। এঁদের মধ্যে শিবশঙ্কর পিল্লাই, পি. কেশবদেব, এস. কে. পট্টেকাট প্রমুখ নাম উল্লেখযোগ্য। পিল্লাইয়ের লেখায় যেমন আছে অন্তর্দৃষ্টি ও সমাজচেতনা তেমনি পট্টেকাট নিপীড়িত জনগণকে দেখেছেন সহানুভূতির চোখে। একাধিক সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত কেশবদেব ছিলেন প্রগতিশীল মালায়ালাম সাহিত্যের অন্যতম অগ্রদূত।

মালায়ালম সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম লিখেছিলেন গোবিন্দ পিল্লাই। পরবর্তীতে নারায়ণ পাণিক্কর চারখণ্ডে এই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেছেন। মালায়ালম সাহিত্যের প্রবন্ধের ইতিহাস অনুবাদ বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মত সমৃদ্ধ না হলেও এই ভাষা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। যেমন, সমালোচনা সাহিত্য এবং রম্যরচনার ক্ষেত্রটি ধীরে ধীরে নিজের স্বতন্ত্র স্থান তৈরি করছে। সমালোচনার সাহিত্য ক্ষেত্রে বালকৃষ্ণ পিল্লাইয়ের অবদান অনস্বীকার্য। সব মিলিয়ে মালয়ালম ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিচ্ছে।

কানাড়ী সাহিত্য:

কর্ণাট পর্বের ২৩ তম অধ্যায়ে রেলের এনকোয়ারি অফিসারের সহযোগিতায় গোপালের আলাপ হয়েছিল জার্নালিস্ট মিস্টার কৃষ্ণরাও-এর সাথে। সেই আলাপচারিতা পাঠককে কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সমৃদ্ধ করে তোলে। কালো মাটির দেশ কর নাড়ু। ভাষাগত বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তারই নাম কর্ণাট বা কর্ণাটক সেখানকারী সরকারি ভাষা কন্নড়। নবম শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত এই সাহিত্যটি জৈন, বীরশৈব ও রোম্যান্টিক যুগ প্রভাবকে আত্মস্থ করে নিজের ধারা অক্ষুন্ন রেখেছে। হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয়নগর ধ্বংসের পরবর্তীতে মুসলিম ও মারাঠী অধ্যুষিত এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে কানাড়ী ভাষার সমাদর লুপ্ত হওয়ার পর ভাষাটি দুর্বল হয়ে পড়ে। মহিসুরের মহারাজারা প্রায় আড়াইশো বছর ধরে এই ভাষা প্রসারের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন পুরাণ এবং ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ তাঁদেরই কৃতিত্ব। এরপর ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে কানাড়ী সাহিত্যে নবযুগের সূচনা হয়। আধুনিক সময়ে কর্ণাটক বিদ্যাবর্ধক সংঘ সাহিত্যের বিকাশে এগিয়ে আসে। তাদের প্রথম সাহিত্যপত্র 'বাগভূষণ' কানাড়ী সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপরই ধীরে ধীরে এই প্রাদেশিক সাহিত্যে অগ্রগতি সাধিত হয়।

মালায়ালাম সাহিত্যের মতোই কানাড়ী গদ্যসাহিত্যও প্রথমদিকে অনুবাদচর্চায় সমৃদ্ধ ছিল। বাংলা, মারাঠি, সংস্কৃত ও ইংরেজি উপন্যাস এই ভাষায় অনুদিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে সাহিত্যসম্রাট

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস কানাড়ী সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। মৌলিক উপন্যাস ধারায় প্রথমেই যাঁর কথা জানা যায় তিনি ঔপন্যাসিক গলগনাথ (ভেঙ্কটেশ তিরাকো কুলকার্ণি)। তাঁর লেখা দুটি মৌলিক উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠে এসেছে। প্রথমটি বিজয়নগর প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক পটভূমিতে লেখা 'মাধব করুণাবিলাস' এবং দ্বিতীয়টি একটি সামাজিক উপন্যাস 'কেরূর ইন্দিরা'। একই অনুসঙ্গে এম. এস. পুটন্না, কে. ভি. পুট্টপ্পা, কোটা শিবরাম করন্থ, আর. ভি. জাগীরদার, বাসবরাজ কট্টিমনি, আর. এস. মুগলি, মিরজী আন্নারাও, বিনায়ক কৃষ্ণ গোকাক, এ. এন. কৃষ্ণরাও প্রমুখ উল্লেখযোগ্য লেখকের অবদানকে স্মরণ করা হয়েছে; যাঁরা ইতিহাস এবং সামাজিক পটভূমি সহ বিভিন্ন বিষয়কে তাঁদের কাহিনিতে তুলে ধরেছেন। জ্ঞানপীঠ সম্মানে ভূষিত সাহিত্যিক করন্থকে ঐতিহাসিক রামচন্দ্র গুহ 'আধুনিক ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ' বলে চিহ্নিত করেছেন। সাহিত্যিক গোকাক জ্ঞানপীঠ ও পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। একই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় শ্রীনিবাস ছদ্মনামে খ্যাত, জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্ত মাস্তি ভেঙ্কটেশ্বর আয়েঙ্গারের কথা। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ লেখনীর মধ্য দিয়ে তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প ও কাব্যসাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কোনো কোনো লেখকের লেখায় অবাস্তবতা ও অশ্লীলতা থাকলেও সবমিলিয়ে কানাড়ী উপন্যাস সাহিত্যের ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি ঘটেছে। পাশাপাশি ছোটগল্পের জগতে কেরূর বাসুদেবাচার্য, পঞ্জে মঙ্গেশ রাও, শ্রীনিবাস, জি. পি. রাজরত্নম, আনন্দ কন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। 'ভ্রমর' ছদ্মনামে খ্যাত সাহিত্যিক জি. পি. রাজরত্নম শিশুদের জন্য কলম ধরেছিলেন। আনন্দ কন্দ তাঁর লেখা প্রেমের গল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কর্নাটকের প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ সাহিত্যচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যেমন বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীরাজাগোপালাচারী, কে. এম মুন্সী, আর. আর. দিবাকর প্রমুখ সাহিত্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের মধ্যে রঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর একজন দক্ষ লেখক। তিনি তাঁর কারাজীবনের স্মৃতিকথা, উপনিষদ ও প্রাচীন কবিদের আলোচনাকে সাহিত্যিক রূপ দিয়েছেন। উপন্যাস এবং ছোটগল্পের পাশাপাশি জীবনীসাহিত্য এবং রম্যরচনাও কানাড়ী গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নারায়ণ কস্তুরি প্রণীত সত্য সাঁই বাবার জীবনী 'সত্যম শিবম সুন্দরম' কানাড়ী জীবনী সাহিত্যের একটি মূল্যবান নিদর্শন।

কানাড়ী সাহিত্যে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে নাট্যচর্চা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। ঔপন্যাসিকদের অধিকাংশই নাট্যচর্চার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অকালপ্রয়াত নাট্যকার টি. পি. কৈলাসম নাট্যসাহিত্যে নিজের অবদানের জন্য 'কর্ণাটকের ইবসেন' নামে খ্যাতিলাভ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে আর. ভি. জাগীরদার, কোটা শিবনাথ করন্থ, সমসা (এ. এন, স্বামী ভেঙ্কটাদ্রি আইয়ার), বি. এম. শ্রীকণ্ঠিয়া প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার জাগীরদার তাঁর নাটকে চরিত্র সৃজন, সংলাপ রচনা ও কৌতুকরসের সঞ্চারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। 'সমসা' ছদ্মনামে খ্যাত ঐতিহাসিক নাট্যকার এ. এন, স্বামী ভেঙ্কটাদ্রি আইয়ার নাট্যজগতের কাছে 'কানাড়ী নাট্যসাহিত্যের শেক্সপিয়র'। নাট্যকার বি. এম. শ্রীকণ্ঠিয়ার গ্রিক ট্র্যাজেডি ধারায় লিখিত নাটক 'অশ্বত্থামান' কানাড়ী নাট্যসাহিত্যের একটি মাইল ফলক।

কানাড়ী সাহিত্য সংক্রান্ত এই আলাপচারিতায় গোপালের পথপ্রদর্শক সাংবাদিক কৃষ্ণরাও-এর কাব্যকবিতা বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। তাই এই আলাপচারিতায় কাব্য-কবিতা সংক্রান্ত আলোচনা ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। সেই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় উঠে এসেছে পদ্মশ্রী ও জ্ঞানপীঠ সম্মানে সম্মানিত কবি দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র বেন্দ্রের কথা। ছদ্মনামে (অম্বিকাতনয় দত্ত) খ্যাত এই কবিকে কানাড়ী কাব্যজগতে মালয়ালি কবি ভাল্লাথোলের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সহজ কথ্যভাষায় জাগতিক প্রেম থেকে গভীর সামাজিক চেতনা- সবটাই ফুটে উঠেছে তাঁর কাব্যে। প্রতীকী শব্দের ব্যবহারেও তিনি অনন্য। 'কৃষ্ণকুমারী', 'সখীগীতা', 'মেঘদূত' ইত্যাদি তাঁর রচিত কাব্যসংকলন গ্রন্থ। এই আলোচনাতেই উঠে এসেছে শিশু সাহিত্যিক, নবোদয় সাহিত্য আন্দোলনের অন্যতম সাহিত্যিক 'কবিশিষ্য' পঞ্জে মঙ্গেশ রাওয়ের প্রসঙ্গ। তিনি শিশুদের জন্য একাধিক ছড়া লিখেছিলেন এবং অনুবাদ করেছিলেন। আলোচনায় মনে হচ্ছিল, নৈর্ব্যক্তিক সাংবাদিক কৃষ্ণরাও অতীত বা ভবিষ্যতে নয় বর্তমানে বাঁচেন। তাই সমকালীন সমাজ এবং সময়ের নৈরাশ্যে কানাড়ী সাহিত্যের সমকালীন অগ্রগতি নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবুও শেষ পর্যন্ত এই আলাপচারিতার শেষে আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁর শব্দে,

> "পৃথিবীর কোন দেশ আজ কোন আশা করতে পারছে না।... শুধু সাহিত্যে নয়, সমাজেরও এই অবস্থা। সাহিত্য তো সমাজেরই ছবি। সমাজের গোড়া মাটিতে শক্ত হবার পরেই সবুজ পাতায় সাহিত্য হবে মঞ্জরিত।"[৩]

এভাবেই 'রম্যাণি বীক্ষ্য'-এ দ্রাবিড়ভারতের ভ্রমণপথে অন্ধ্র, তামিল, কেরল, কর্ণাট পর্বে লেখক তাঁর সুনিপুণ বর্ণনশৈলিতে, সহজ-সরল আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে তেলুগু, তামিল, মালায়ালাম ও কানাড়ী ভাষা ও সাহিত্যচর্চার অজানা অধ্যায়ে আলোকপাত করে পাঠককে সমৃদ্ধ করেছে। জ্ঞানান্বেষীর কাছে ভ্রমণপথের এই মূল্যবান উপরি পাওনা নিঃসন্দেহে এক মনোগ্রাহী অভিজ্ঞান।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, সুবোধকুমার। রম্যাণি বীক্ষ্য। অন্ধ্র পর্ব। দশম সংস্করণ। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, বইমেলা ২০০৪, পৃ. ৮৭।

২. চক্রবর্তী, সুবোধকুমার। রম্যাণি বীক্ষ্য। কেরল পর্ব। পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩, ফাল্গুন ১৩৯৩, পৃ. ২২০।

৩. চক্রবর্তী, শ্রীসুবোধকুমার। রম্যাণি বীক্ষ্য। কর্ণাট পর্ব। এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রা: লি:, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ: মহালয়া ১৩৬৭, পৃ. ২৩৬।